(১) ভূমিকাঃ

মিরসরাই উপজেলা এর মোট এলাকা হল ৪৪২.৪৪ বর্গকিমি (বিবিএস), ৫০৯.৪০ বর্গকিমি (জিআইএস ডাটা) যা ২২°৩৯′ থেকে ২২°৫৯′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°২৭′ থেকে ৯১°৩৯′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এটি উত্তরে ভারতের ত্রিপুরারাজ্য, ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর উপজেলা; দক্ষিণে সীতাকুন্ড উপজেলা ও বঙ্গোপসাগরের উপকূল; পূর্বে ফটিকছড়ি উপজেলা; পশ্চিমে সোনাগজী ও কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা।

হ্রদ ও পাহাড়ী এলাকর সমন্বয়ে গঠিত মিরসরাই বাংলাদেশের দক্ষিণঅংশের একটি আকর্ষণীয় সৌন্দর্যপূর্ণ এলাকা। এই উপজেলার উল্লেখ্য যোগ্য গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ হল নৌকায় মহামায়া ছড়া ভ্রমণ করা এবং পাহাড়ী এলাকা পর্যবেক্ষণ করা, এছাড়াও আছে উপভোগ করার মতো খৈইয়াছড়া, বাগবিনি নাপিতছড়া, সোনাইছড়া, মিঠাছড়া এবং বোয়ালী ঝরনাধার । এই এলাকটি ঢাকা থেকে ১৯২.২ কিমি দূরে অবস্থিত যা বাসে এবং রেলপথে প্রায় ৪.৫ ঘন্টায় সময় লাগে । এলাকাটি চট্রগ্রাম বিভাগীয় সদর দপ্তর থেকে ৫৬ কিমি দূরে এবং ১.৫ ঘন্ট বাস ভ্রমন করতে হয়। বাংলাদেশ সড়র পরিবহন কর্পোরেশন ঢাকা থেকে কুমিল্ল হয়ে মিরসরাই পর্যন্ত সরাসরি বাস সার্ভিস চালু করেছে (বাংলাপিড়িয়া ২০১২)।

মিরসরাই উপজেলার প্রধান নদী হল ফেনী যার মধ্যে সন্দীপ চ্যানেলর উল্লেখ যোগ্য। এ অঞ্চলে ৩০ টি খাল রয়েছে এদের মধ্যে ফেনী নদী, ইশাখালী, মহমায়, ডোমখালী, হিংলি, মোলিয়াছ, কৈলাগোভানিয়া ও ময়াইনখাল রয়েছে। পাহাড়ী এলাকাগুলো এই উপজেলার ফেনী নদীর উত্তরাঞ্চলীয় ও পূর্বদিকের তীরে কোল ঘেসে রয়েছে যা চট্রগ্রাম ও চট্রগামের পাহাড়ী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত।

১.২ প্রকল্প এলাকার বর্ণনাঃ

প্রকল্প এলাকার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল-

ছক-১ঃ প্রকল্প এলাকার আয়তন, জনসংখ্যা এবং ঘনত্ব

পৌরসভা	ইউনিয়ন	মৌজা	গ্রাম	জনসংখ্যা		ঘনত্ব প্রতি--	স্বক্ষরতা
				শহুরে	গ্রাম্য		
২	১৬	১০৩	২০৮	৩১২০৬	৩৬৭৫১০	৮২৬	৫৫.১

সূত্রঃ বিবিএস, ২০১১

মিরসরাইয় অঞ্চলে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত অঞ্চলসমূহ যেমনম- সমুদ্র সৈকত, পাহাড়ী এলাকা, মহমায়াছড়া লেক, খৈয়াছড়া ইত্যাদি থাকায় এলাকাটি পর্যটকদের কাছে অত্যান্ত আকর্ষণীয় হিসাবে পগিণিত

বিধায় এর পর্যটন সম্ভবনাও অপরিসিম। পর্যটক উন্নয়নের পর্যাপ্ত সুযোগের কারণে বেসরকারী খাতের উদ্যোক্তাদের কাছে এলাকাটি আর্থিক বিনিয়োগের জন্য খুবই আকর্ষণীয় স্থান হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতায় মিরসরাই অঞ্চলটি উন্নত হচ্ছে অপরিকল্পিত ও এলোমেলোভাবে। এই কারণে, প্রকল্পটি এই এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারসহ এর রিক্তকরণ/ক্ষতিসাধন কমিয়ে আনাসহ পর্যটন উন্নয়নের জন্য গৃহীত হয়েছে।

১.৩ বর্তমান উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভূমিরেখা/সীমারেখা জরিপের উদেশ্য:

বিদ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণীর সীমারেখা জরিপের সুনির্দিষ্ট উদ্যেশগুলো নিম্নরুপ-

(১) মিরসরাই উপজেলার বিদ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণীর একটি তালিকা প্রস্তুতকরণ।

(২) বিপন্ন বন্য গাছ এবং বন্যপ্রজাতি সনাক্তকরণ।

(৩) সংকটাপন্ন বাস্তসংস্থান এবং বন্যপ্রজাতির আবাসস্থল সনাক্তকরন।

(৪) বিদ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসের ম্যাপ (চিত্র) প্রস্তুতকরণ।

(৫) পরিবেশবান্ধব ভ্রমনব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সম্ভবনাপূর্ন প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ধারণ।

(৬) উন্নয়ন কাজের জন্য বন্য গাছপালা, বন্য প্রজাতি ও তাদের আবাসস্থল এবং সংকটাপূর্ণ বাস্থসংস্থানের জন্য সম্ভাব্য হুমকিগুলো চিহ্নিত করণ।

(৭) বাস্তসংস্থান অথবা প্রজাতির উপর সম্ভাব্য প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য কৌশলগত ও ব্যবস্থাপনাগত কর্মপরিকল্পনা তৈরী করণ।